139

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
১১৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 14 JUL 1995 ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫ ...

এইচএসসি পরীক্ষা

গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ

ইলিয়াস খান

এইচএসসি পরীক্ষাকেন্দ্রে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসকদের কড়া নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বুধবার শিক্ষা সচিবের সাথে বোর্ড কর্মকর্তাদের এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এ বছর পরীক্ষা শুরুর পর চারটি শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন কেন্দ্রে নজিরবিহীন সন্ত্রাস হয়। পরীক্ষার নকলরোধে কড়া ব্যবস্থা নেয়া হলে এক শ্রেণীর পরীক্ষার্থী বহিরাগতদের সহায়তায় এ সন্ত্রাস চালায়। এসব সন্ত্রাসী ইতোমধ্যে পরীক্ষক ছুরিকাহত, নাজেহাল, কলেজ ভাংচুর, থানা নির্বাহী অফিসার ও ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস এবং বাসভবনে হামলার মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে। স্মরণকালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাস হয় এইচএসসি ইংরেজী ১ম পত্র পরীক্ষার দিন। এদিন দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রায় অর্ধশত সংঘর্ষ হয়। ভয়াবহ সংঘর্ষ হয় চট্টগ্রামের সাতকানিয়া কলেজ কেন্দ্রে। এখানে ৩০ জন নকলকারীকে বহিষ্কার করায় টিএনও, থানার ওসি সহ ৫০ জনকে আহত করা হয়। সন্ত্রাসকারীরা এ সময় উর্ধতন কর্মকর্তাদের গাড়ি ভাংচুর করে। তাদের হামলা থেকে টিএনও'র বাসভবন পর্যন্ত রক্ষা পায়নি। রাজশাহীর গোদাগাড়ি কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীরা ম্যাজিস্ট্রেটকে আহত করে। নরসিংদীর শিবপুর শাহীদ আসাদ কলেজে নকল করতে না দেয়ায় অধ্যক্ষের কক্ষসহ বিজ্ঞান ভবন ও কলেজের কয়েকটি কক্ষে ব্যাপক ভাংচুর করা হয়। কুমিল্লার বুড়িচং কলেজ কেন্দ্রে ম্যাজেস্ট্রেট ও ভিজিলেন্স টিমের গাড়ি ব্যারিকেড দিয়ে ভাংচুর করা হয়। সিলেট এমসি কলেজে ম্যাজিস্ট্রেটকে ঘেরাও করে নাজেহাল করা হয়। নড়াইল জেলার বড়দিয়া কলেজে কতিপয় ছাত্র 'নকল করার সুযোগ দাও নইলে টাকা ফেরত দাও'— এরকম শ্লোগান দেয়। এ কেন্দ্রেই একজন পরীক্ষক ছুরিকাহত হন। সব মিলিয়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে এ ভয়াবহ অবস্থার প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসকদের সন্ত্রাসীদের দমনে কড়া নির্দেশ দেয়া হয়।

প্রয়োজনে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের গ্রেফতার, নকলকারীদের দীর্ঘমেয়াদী বহিষ্কার এবং নকলরোধে কেন্দ্র পরিবর্তনের জন্যও বলা হয়।